জাঙ্গপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জাঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সুলভ ভাণ্ডার

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটি

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 8th Aug. 1956 | ১৩শ সংখ্যা

ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতে গত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে গৃহপালিত পশুর মোট সংখ্যা দেড় কোটি বাড়িয়াছে। চলতি বৎসরে এই সংখ্যা হইয়াছে ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯৫১ সালে ভারতে গৃহপালিত পশুর মোট সংখ্যা ছিল ২৯ কোটি ২০ লক্ষ। অর্থাৎ গত পাঁচ বৎসর কালে ইহাদের সংখ্যা ৫ শতাংশের কিছু বেশী বাড়িয়াছে।

গৃহপালিত পক্ষীর সংখ্যাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৬ সালে ভারতে ৯ কোটি ৭৪ লক্ষ গৃহপালিত পক্ষী আছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর আগে হহাদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ।

পশুকুলের মধ্যে গো মেষাদির সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—১৫ কোটি ৯০ লক্ষ। তাহার পর ছাগলের স্থান। ইহাদের সংখ্যা ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ। মহিষের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ। আর মেষের সংখ্যা ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ। অবশিষ্ট ৮০ লক্ষের মধ্যে অশ্বের সংখ্যা হইল ১৫ লক্ষ।

—প্রেস ইন্‌ফর্‌মেশন্ ব্যুরো।

ভারতে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ৬,৫৮,০০০ একর জমিতে ১৬,৪৩,০০০ টন আলু উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে দ্বিতীয় হি[সাব] অনুসারে ৬,৩৩,০০০ একর জমিতে ১৫,৪৩,০০০ টন আলু উৎপন্ন হইয়া[ছিল]।

—প্রেস ইন্‌ফর্‌মেশন্ ব্যু[রো]।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

স্বজাতি-প্রতিহন্তা

—০—

বাংলা দেশের কোনও এক চরিত্র-পর্য্যবেক্ষক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোন্ অতীতকালে একটি শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন—শ্লোকটি বর্ত্তমানেও রচয়িতার প্রণিধান-শক্তির পরিচয় দিতেছে—

শ্লোকটি দেখুন—

কায়স্থঃ কুক্কুটঃ কাকঃ স্বজাতি-পরিপোষকঃ।
স্বজাতি প্রতিহন্তারঃ শ্বানঃ সিংহা গজা দ্বিজাঃ॥

বঙ্গানুবাদ—কায়স্থ মুরগী এবং কাক ইহারা স্বভাবতঃ স্বজাতি পরিপোষক। কুকুর, সিংহ, হাতী ও ব্রাহ্মণ ইহারা স্বজাতির প্রতিহন্তা অর্থাৎ স্বজাতির হিংসা করে।

কায়স্থ—যে কোন দরবারে এক কায়স্থ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, তিনি তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় কায়স্থকুল-জাত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

কুক্কুট—মুরগী কোন স্থানে তাহার খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইলেই উচ্চৈ স্বরে চীৎকার করিয়া ("কোকোরুর্ কো" রবে) কুক্কুটগণকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া খাইয়া থাকে।

কাক—কাকও খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পাইলেই কা! কা! কা! রবে স্বজাতিগণকে ডাকিয়া সকলে একত্রে মিলিয়া খাদ্য উপভোগ করে। সুতরাং ইহারা যে স্বজাতি পরিপোষক তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বা—কুকুর খাদ্য দ্রব্য পাইলেই একাকী তাড়াতাড়ি উদরসাৎ করে। নিজের শাবক যদি খাইতে যায়, দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না।

সিংহ—সিংহ পশুরাজ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু [illegible]ক বনে একাকী রাজত্ব করিবে। অন্য কোনও [illegible]কে সে বনে অধিকার স্থাপন করিতে দিবে না। আমাদের দেখিবার সুযোগ না হইলেও হিতোপদেশে ভাসুরক সিংহের উপাখ্যানে জানা যায়।

গজ—স্বাধীন বন্য হস্তী যে, যে দলের যূথপতি অর্থাৎ প্রধান, সে দলের সর্ব্বাগ্রে চলিবে। অন্য কোনও হাতীকে সর্ব্বাগ্রে যাইতে দেখিলেই প্রাধান্যের লড়াই লাগিবে।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে সভা সমিতিতে আলোচনা কালে ফাঁকা তর্ক লইয়া ঘোরতর বাকযুদ্ধ কখন কখন বাহুযুদ্ধে পরিণত হইয়া টিকি ছেঁড়া ছেঁড়ি ও শাপ শাপান্তের কথাও শোনা যায়।

(উল্লিখিত শ্লোকের প্রথম চরণে যে সকল জাতির স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মনুষ্য-কুলোদ্ভুত কায়স্থের কথা আছে। "স্বজাতি-পরিপোষক" বিশেষণ বিশেষ দোষের নয়। কিন্তু শেষের চরণে বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও শ্ব-জাতিকে স্বজাতি-প্রতিহন্তা বলিয়া যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার প্রধান অপরাধী শ্লোক রচয়িতা। আমরা উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও অনুবাদ করিয়া যে বিপ্র হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।)

জ্ঞানে বিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলের ভীতির পাত্র না হইয়া ভক্তির পাত্রই হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভোগের স্পৃহা পরিহার করিয়া ত্যাগ দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও রুশিয়া জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের প্রণীত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি সমাদৃত হইতেছে।

আজ নিখিল বিশ্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ যে ইঙ্গ-মার্কিন সম্প্রদায় আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার করিয়া সেই সকল মারণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য সমগ্র বিশ্বের মানবগণের সমস্ত প্রকার স্বচ্ছন্দতার পরিপন্থী হইয়া সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব মানবের হৃদয়ে অস্বস্তি সহ ভীতির সঞ্চার করিয়াছে।

গত ৫ই আগষ্ট রবিবার **হিরোসিমা-দিবস** পালন উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস্. হ্যালডেন আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার কুফল ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতে ৫ গুণ হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন। মানবশিশু ও গবাদি পশুর বাচ্চার উপরই উহার প্রতিক্রিয়া বেশী হইবে। কারণ নরম হাড়ের উপর ইহার কার্য্যকারিতা অধিক হয়।

ভারতের প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেল চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারিয়া মাদ্রাজের স্বরাজ্য নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এই সকল হাইড্রোজেন ও আণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মানব জাতির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিবাদে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যের প্রস্তাব ভারতের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

অস্ত্রসজ্জা ও তেজষ্ক্রিয়তার দ্বারা বিশ্বের আবহাওয়া দূষিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী দেশগুলির নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিলে আমাদের প্রস্তাব যথেষ্ট কার্য্যকরী হইতে পারে না।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে বিরহী যক্ষের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা।"

অর্থ—অধিকগুণশালী মহাকুলজাত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা যদি বিফলবতী হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি নীচ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা ফলবতী হওয়াও কাম্য নহে।

মানব হইয়া মানবের প্রতিহন্তা যাহারা তাহারা দানব-পদবাচ্য।

ঋষিকবি স্মরণে

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

বিশ্বকবি হে রবীন্দ্রনাথ
জাতির প্রণাম নাও,
আনন্দলোক হ'তে ঋষিকবি
পুণ্য আশিস দাও।
দিব্যজীবন হে জ্যোতির্ম্ময়
আনন্দময় পুণ্যহৃদয়
এ জাতির প্রতি হও হে সদয়
মহা সমস্যাকালে,
উদ্ধার কর জাতি বিপন্ন
সঙ্কট বেড়াজালে।

দুঃশাসনের ক্ষমতার বলে
ভাষা ও কৃষ্টি দেয় রসাতলে
বঙ্গভারতী কাঁদে আঁখিজলে
আঁকড়ি তোমার স্মৃতি,
জনমত হায় চরণদলিত
এই কি বিধান নীতি ?
শান্তি মৈত্রী মধুর বাঁধনে
হোক সবে বন্ধন,
জাতীয় জীবনে ঋষিকবি কর
শুভাশীষ বরিষণ।

শোক সংবাদ

গত ১৬ই শ্রাবণ বুধবার জঙ্গিপুর বারের জনপ্রিয় উকীল বাবু শ্রীশচন্দ্র পাঁড়ে সান্ধ্য আহারের পর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীশ বাবু রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কালিদাসখালি নামক গ্রামে সম্মানী পাণ্ডে বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ওকালতি পাশ করিয়া মাত্র ৬ মাস রাজসাহী সদরে ওকালতী করিয়া জঙ্গিপুরে আসিয়াছিলেন। এখানে পাকুড়ের রাজবাটী, ময়মনসিংহের মহারাজা প্রমুখ জমিদারগণের যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার ওকালতি করার জন্য স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মক্কেলগণ তাঁহার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। ওকালতী ছাড়া তিনি একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী কৃষক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খড়খড়ি সাঁকোর পূর্ব্বে একটি উলোখড়ের জমি কিনিয়া তাহাতে লিচু, আম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষ বাহাল করিয়া খড়ের জমিকে মনোরম উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন। যেখানে ঘাস জন্মে না, এমন ডাঙ্গা জমিকে কোদালে কোপাইয়া ধান্যপ্রসূ জমিতে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার দেহ চিরদিন চর্ম্মাবৃত অস্থি কয়খানি বলা চলে। আদালতের কাজ সারিয়া এই কৃষিকার্য্যে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনিতে তিনি অবসরের আনন্দ পাইতেন। মৃত্যুকালে পত্নী, এক পুত্র, এক কন্যা ও কয়েকটি নাতি নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে তিনি সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল
ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের
লোকান্তর সংবাদ !

২২শে শ্রাবণ দুঃখিনী বঙ্গমাতার বড় দুঃখের দিন! এই কাঙ্গালিনী মা তাঁহার কোল আলো করা, মুখোজ্জ্বল করা সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়াছেন। ২২শে শ্রাবণ তাঁহার নয়নে শ্রাবণের ধারারূপে অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে।

এই ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ নিমতলা শ্মশানে যেখানে চিতানলে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল সেইখানে একটি স্মৃতিবেদীর শিলান্যাস করিবার কথা। এই ভার পড়িয়াছিল মায়ের অন্যতম সন্তান বর্ত্তমানে যাঁহার তুল্য মহাপ্রাণ বদান্য দীন-দুঃখী-আর্ত্ত-দরদী দেখা যায় না, মানবদেহে দেবগুণ-সম্পন্ন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপর।

রবীন্দ্র প্রয়াণ স্মরণে বঙ্গমাতা তাঁর তিরোভাব দিবসে অশ্রুস্নাতা অবস্থায় হারাইলেন এই মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমারকে! রোগ নাই, ব্যাধি নাই, তবে শরীর একটু অপটু অবস্থায় রবীন্দ্র স্মৃতি সভার জন্য একটি বাণী লিখিতেছিলেন। এমন সময় যে কাল হৃদ্‌রোগে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এই হৃদয়বানের হৃদয় সেই রোগে ক্রিয়াহীন হইয়া পড়িল।

মনে হইল যে স্বর্গ হইতে কবীন্দ্র নিজে তাঁহার মহাপ্রয়াণ লগ্নকে যাত্রার শুভ লগ্ন বলিয়া ডাঃ হরেন্দ্রকুমারকে আহ্বান করিয়া লইলেন। কাঁদ মা বঙ্গভূমি! তোমার অগণিত বাস্তুহারা নিরন্ন পুত্র-কন্যা সহ। কাঁদ মা বঙ্গভূমি! তোমার লক্ষ লক্ষ রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত সন্তান সন্ততি সহ। তোমার যে রাজ্যপাল সন্তান রাজভবন হইতে রাজযক্ষ্মার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়া হতাশগণের আশার সঞ্চার করিতেছিলেন, তিনি রাজভবনে থাকিয়া সস্ত্রীক মান অপমান জ্ঞান পরিহার করিয়া আর্ত্তের সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তিনি আজ তাঁহার কাম্যধামে গমন করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর স্বর্গীয় আত্মা আজ অনুভব করিবেন—৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন পাইবার সুযোগ থাকা সত্তেও তাঁহার নির্দ্দেশ মত ৫০০ পাঁচশত টাকা মাসিক বেতন লইয়া সন্তুষ্ট ভারত সাম্রাজ্যে বোধ হয় আর কেহ থাকিলেন না।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র মাইকেল মধুসূদনের দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বাঙ্গালীর মধুতীর্থ হইয়াছিল। আজ হইতে হরেন্দ্রতীর্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

———

বৃদ্ধা উদ্বাস্তু নারীদের কাশীবাসের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক আজ মঞ্জুরীকৃত এক পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত দুই শত বৃদ্ধা নারীকে কাশীর এক অনাথ আশ্রমে রাখা হইবে। এ সকল নারীর ভরণপোষণের ব্যয় বাবদ উত্তর প্রদেশ সরকারকে ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বার্দ্ধক্যবশতঃ যে সকল বৃদ্ধা উদ্বাস্তু নারীর পক্ষে কোনরূপ অর্থকরী শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয় শুধু তাহাদিগকেই উক্ত অনাথ আশ্রমে রাখা হইবে। —প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

রঘুনাথগঞ্জ টিউটোরিয়াল হোম

আই, এ ; আই, এস্, সি ; আই, কম ; বি এ।
কৃতী অধ্যাপকমণ্ডলী।
শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের জন্য কনসেসন।
৬ই আগষ্ট হইতে ক্লাস সুরু হইয়াছে।
সময়—সকাল সন্ধ্যা ৬৷৷০টা হইতে ৮৷৷০ টা।
সম্পাদক—শ্রীকমলারঞ্জন সরকার, রঘুনাথগঞ্জ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত